মার্কিন বার্তা

AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov

Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

ডেভিড কেনেডি
(ভারতে মার্কিন প্রেস অ্যাটাশে)

বিগত ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভের পরই মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র এক বৈপ্লবিক নথিতে পরিণত হয়েছে। এর প্রাসঙ্গিকতা আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের পত্নী এলিনর রুজভেল্ট এই ঘোষণাপত্রটির খসড়া রচনা ছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘে তার অনুমোদন অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মার্কিন জনগণ স্বভাবতই এ ব্যাপারে তাই গর্বিত। তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের চৌকাঠ অতিক্রম করার পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলের ওপর সমগ্র মানব জাতির সমান অধিকার রয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে এলিনর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই ঘোষণাপত্র একদিন 'আন্তর্জাতিক ম্যাগনা কার্টায়' পরিণত হবে। প্রকৃতপক্ষে নানা ভাবে তাই হয়েছে। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গোটা দুনিয়ার ৯০টি দেশের সংবিধানে যে সব সংস্থান রয়েছে তাতে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। এই ২০০৪ সালেও ঘোষণাপত্রটির মুখবন্ধ দিকে দিকে ঠিক তেমনই জোরাল ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে যেমন তা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে। সেখানে সুস্পষ্ট করে বলা রয়েছে, 'বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার এবং শান্তির ভিত্তিভূমি হল মানব সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত মর্যাদা এবং তাদের অবিচ্ছেদ্য সমানাধিকারের স্বীকৃতি।'

মানবাধিকার ও ব্যক্তি মর্যাদার অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ঘোষণাপত্রের খসড়াকাররা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বীরোচিত প্রয়াস থেকে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী -- যিনি ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হয়ে ওঠার পথে পরিচালনা করেছেন -- অবশ্যই গণতান্ত্রিক আদর্শের বিশ্বজনীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতবাসীর সফল স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই জঘন্য ধারণারই অবসান হল যখন মনে করা হত, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিলাসিতা কেবল মুষ্টিমেয় কিছু ধনী পশ্চিমী দেশেরই সাজে।

স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষিত করার বিষয়টিকে প্রেসিডেন্ট বুশ স্পষ্টই বর্ণনা করেছেন 'মানবতার আবশ্যিক চাহিদা' হিসাবে। বিদেশ নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে আমেরিকার নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ় বিশ্বাস হল, গণতন্ত্র প্রতিটি মানুষের জন্য এবং মানবাধিকারের বিষয়টি সত্যিই মানুষের আশা আকাঙ্খার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানবাধিকার সুরক্ষিত করা এবং গণতন্ত্র প্রসারের লক্ষ্যে গৃহীত মার্কিন নীতি ও কর্মসূচীতে আমাদের যে মতাদর্শের পরিচয় মেলে তা মানবাধিকার সংক্রান্ত ওই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের কথাকে আরও সফল ভাবে বাস্তবায়িত করতে আমরা সম্প্রতি বেশ কিছু মিত্র

দেশের সঙ্গে জোট বেঁধেছি। মোট ৩০টিরও বেশি দেশ থেকে সেনা সহ এক বহুজাতিক জোট আমেরিকার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইরাকের মানুষের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জোরদার সংগ্রাম চালাচ্ছে। গণতন্ত্রের একেবারে ন্যূনতম রীতিনীতি থেকে দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিতও থেকেছে ইরাকিরা। তবে ইরাকিদের জয় অনিবার্য। তারা নিজেরাই হবে তাদের দেশের গণতন্ত্রের রূপকার। তারা নিজেদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের এই ন্যায্য সংগ্রামে তাদের পিছনে বলিষ্ঠ ভাবে দাঁড়ানো বিশ্বজনীন ও মার্কিন মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

একই কথা প্রযোজ্য আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেও। সেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহযোগিতায় জাতীয় নির্বাচন সফল ভাবে সম্পন্ন হতে পেরেছে বিভিন্ন দেশ তাতে সক্রিয় ভাবে হাত মেলানোয়। ইরাকিদের মতো আফগানরাও কোনও কিছুই আপনাআপনি মেনে নেয় না। স্বাধীনতার স্বাদ থেকে দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শক্তি ও গুণাগুণ সম্পর্কে আফগানদের মনে কোনও সংশয় নেই। সাম্প্রতিক নির্বাচনে এক দল আফগান মহিলা কান্দাহারের একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকার সময় সেখানে জোরাল এক বোমা বিস্ফোরণ হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, নিরাপত্তা কর্মীরা তাঁদের চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও তারা কিন্তু নড়েননি এবং নিজেদের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে ভোট দেন। প্রবল তুষারপাত আর তীব্র শীত উপেক্ষা করেও আরও হাজার হাজার আফগান নাগরিকের মতো তারাও ভোটাধিকার প্রয়োগ করে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রকে যেন এভাবেই নিজেদের জীবনে মূর্ত করে তুললেন।

গত ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে আমরা যখন সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রের কথা স্মরণ করেছি তখন আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের চিন্তা ও কর্মে বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্য বেশি। এলিনর রুজভেল্ট এবং গোটা দুনিয়ার যে সব মানুষ তাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই খসড়া ঘোষণাপত্র রচনায় সামিল হয়েছিলেন তাঁরা যে উত্তরাধিকার আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তা যে শুধু অক্ষত রয়েছে তাই নয়, এটি সকলের কাছে ক্রমে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাই কেবল একটি নির্দিষ্ট দিনেই নয়, বছরের প্রতিটি দিনই আমরা এর মর্যাদা রক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

****